70

দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

যশোর বোর্ড

এইচএসসি পরীক্ষার খাতা চুরি ঃ কিছু কর্মচারী যুক্ত

যশোর ব্যুরো ঃ যশোর শিক্ষা বোর্ডের সদ্য সমাপ্ত এইচএসসি পরীক্ষার ৭শ' খাতা চুরির পেছনে শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী-দের কারও কারও যুক্ত থাকার বিষয় এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। একটি প্রতা-রকচক্র একজন ভুয়া পরীক্ষকের নামে ইংরেজী প্রথমপত্রের ৭শ' খাতা গত ২৫ জুলাই গ্রহণ করে। ১৪ আগস্ট–এর মধ্যে সাড়ে ৩শ' খাতা খুলনার একটি হোটেল থেকে উদ্ধার হয়। বাকি খাতা উদ্ধার হয় ১৯ আগস্ট সাতক্ষীরা শহরের একটি স্থান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায়।

শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায় ঃ ভান্ডারিয়া সরকারী কলেজের প্রভাষক পরিচয় দিয়ে জনৈক সুলতান আহমদ শিক্ষা বোর্ডের কাছে পরীক্ষক হবার আবেদন জানান। ওই আবেদনপত্রের সঙ্গে নিয়ম মাফিক কলেজ অধ্যক্ষের সুপারিশ ছিল। শিক্ষা বোর্ড তাকে পরীক্ষক মনোনীত করে ডাকযোগে নিয়োগপত্র পাঠায়। ২৪ জুলাই ইংরেজী প্রথমপত্রের খাতা বন্টনের দিন ছিল। কিন্তু ওইদিন সুলতান আহমদ শিক্ষা বোর্ডে আসেননি। আসেন ২৫ জুলাই। তিনি যথারীতি খাতা গ্রহণ করেন।

পরে ১৫ আগস্ট খুলনার একটি হোটেল থেকে সাড়ে ৩শ খাতা উদ্ধারের পর জানা যায় যে সুলতান আহমদ নামে কারও অস্তিত্ব নেই। ওই খাতাসহ আটক হয় ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর সিনিয়র মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষক সাইদুর রহমান এবং তার সহযোগী মুজিবর রহমান। তারা পুলিশকে জানায় ভান্ডারিয়া কলেজে সুল-তান আহমদ নামে কোন শিক্ষক নেই। অধ্যক্ষের সীলস্বাক্ষর জাল করে তারাই খাতা তোলেন। বাকি সাড়ে ৩শ' খাতা সাতক্ষীরার মনসুর আলী এবং রাজাপুরের আবদুর রহিম সাতক্ষীরা নিয়ে গেছে বলেও তারা জানায়।

তারা পুলিশকে জানিয়েছে, ওই খাতার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের খুঁজে বের করত তারা। এরপর টাকার বিনিময়ে খাতাতে উত্তর লিখে তা সংযোজনের ব্যবস্থা করা হতো। তাদের এ কাজে ভান্ডারিয়া ডাক-ঘরের ডাকপিয়ন সহযোগিতা করে বলেও তারা পুলিশকে জানায়।

এই প্রতারণার সঙ্গে শিক্ষা বোর্ডের কিছু কর্মচারী যুক্ত,–এটা মনে করছেন কর্মকর্তারাও। কারণ, খাতায় কোন পরী-ক্ষার্থীর রোলনম্বর ব্যবহার করা হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশেষ কোড নম্বর। এখন বোঝা যাচ্ছে যে প্রতারকরা ওই গোপন কোড নম্বর অবগত হয়ে খুলনা এবং সাতক্ষীরা এলা-কার খাতাই গ্রহণ করেছে—যা শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের সাহায্য ছাড়া প্রতা-রকচক্রের পক্ষে জানা অসম্ভব ব্যাপার। এদিকে শিক্ষা বোর্ডের তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে তার কাজ শুরু করেছে। তারা বের করবেন শিক্ষা বোর্ডের কে বা কারা এর সঙ্গে যুক্ত। প্রতারকচক্র সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে খাতায় কিছু লেখাতে সক্ষম হয়েছে কিনা তাও তদন্ত করে দেখা হবে।